তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৯

**কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন গ্রহণের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর তালিকায়**

**অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিদেশগামী কর্মীরা**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 সাইনোফার্ম কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন গ্রহণের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর তালিকায় জনশক্তি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত ও রেজিস্ট্রেশনকৃত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিদেশগামী বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভ্যাক্সিনের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর তালিকায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিদেশগামী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি পত্র জারি করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

 প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বিদেশগামী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাক্সিন প্রদানের বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রবাসী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাক্সিন প্রদানের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

 বিদেশগামী কর্মীদের এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

#

রাশেদুজ্জামান/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৮

**বিদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ্য**

 **-- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সাংস্কৃতিক চুক্তি ও বিনিময়ের মাধ্যমে বিদেশের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে এ পর্যন্ত বিশ্বের ৪৪টি দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া আরও ৩৭টি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯টি সাংস্কৃতিক দলকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয় এবং ৯টি সাংস্কৃতিক দল বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে আগমন করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের স্থানীয় ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিকেলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে অনলাইনে আয়োজিত ‘Dhaka OIC Youth Capital 2020-21 Bangabandhu Youth Art Competition এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

 প্রধান অতিথি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন যুবপ্রেমী, গতিশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা ইতোমধ্যে উন্নয়নের ধারায় অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি ও উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছি। এ যাত্রায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উন্নত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম যুবশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেষ্ট রয়েছে।

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘Dhaka OIC Youth Capital 2020-21 Bangabandhu Youth Art Competition’ পৃষ্ঠপোষকতা করার সুযোগ পেয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। তিনি বলেন,‘ওআইসির যুব রাজধানী ২০২০, উদ্‌যাপনের জন্য বছরব্যাপী দশটি বৃহৎ মেগা ইভেন্ট এবং বেশ কয়েকটি আনুষঙ্গিক ইভেন্ট ডিজাইন করা হয়েছে যা আটটি নেতৃত্ব প্রদানকারী মন্ত্রণালয় এবং বিশটি সহ-নেতৃত্ব প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF) এর প্রেসিডেন্ট Taha Ayhan। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

 উল্লেখ্য, ওআইসির আওতাধীন সদস্য দেশসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ১৮-৩৫ বছর বয়সী মোট ৩৩৫ জন শিল্পী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছেন। শিল্পীরা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁদের নির্ধারিত চিন্তাভাবনা ও কল্পনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, করোনা মহামারি, শরণার্থী সংকটে মানবতা, প্রযুক্তিতে তারুণ্যের জোয়ার, ইসলামের ইতিহাস, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় অনুসরণ করেছেন। প্রদর্শনীতে ১৭ জুন থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত একটি ভার্চুয়াল গ্যালারির মাধ্যমে ক্যালিওগ্রাফী, সমকালীন চিত্রকলা, গ্রাফিক ডিজাইন ও আলোকচিত্র মাধ্যমের মোট ১০০টি নির্বাচিত শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে।

#

ফয়সল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৭

**চট্টগ্রামে** **স্ট্যাম্প ভেন্ডাররা পেল নগদ অর্থ সহায়তা**

চট্টগ্রাম, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন কোভিড-১৯ জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়া আদালত ভবনস্থ সদর স্ট্যাম্প ভেন্ডার সমিতির ১৫০ জন সদস্যের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত উপহার হিসেবে নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করেছে।

 আজ চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রত্যেককে নগদ অর্থ তুলে দেন।

 জেলা প্রশাসক বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সমাজের অসহায় দুস্থ-গরিব-দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও কর্মহীন মানুষদের সরকারি সহায়তা হিসেবে নগদ অর্থ ও উপহার সামগ্রী দেয়া হচ্ছে। কেউ কষ্টে থাকবে সরকার তা চায় না। এজন্য সব শ্রেণি পেশার মানুষকে পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এস এম জাকারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ নাজমুল আহসান, সদর স্ট্যাম্প ভেন্ডার সমিতির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান, অর্থ সম্পাদক রতন কুমার নাথসহ সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ।

#

সাইফুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৬

**Mas-Wrestling World Cup -এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ দল উজবেকিস্তান পৌঁছেছে**

উজবেকিস্তান, ১৭ জুন :

 উজেবেকিস্তানের ঐতিহাসিক নগরী খিভাতে ১৫-২১ জুন Mas-Wrestling World Cupঅনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য International Ethnosport Bangladesh Association এর সভাপতি সাবেক শিক্ষাসচিব এন আই খানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আজ উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে পৌঁছেছেন। প্রতিনিধিদলকে রাষ্ট্রদূতের বাসভবন (বাংলাদেশ হাউজ)-এ স্বাগত জানান উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, মুসলিম সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, ক্রীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উজবেকিস্তান একটি অগ্রগামী ও নেতৃস্থানীয় দেশ। বাংলাদেশের সাথে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সফর বিনিময় ও এরূপ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে।

#

ইফতেখার/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৫

**পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা জোরদারের আহ্বান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 দেশের মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা আরো জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ রাজধানীর সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় কমিশনারদের অংশগ্রহণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সমন্বয় সভায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘দেশের মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তায় আবশ্যিকভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন করতে হবে। এ খাতের উন্নয়নে সরকার বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মাছ, মাংস ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যের বহুমুখীকরণে আমরা কাজ করছি। এভাবে আমরা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের দিগন্ত সম্প্রসারিত করছি। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।’

 ‘করোনার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি যাতে স্থবির হয়ে না যায় সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা, বেকারত্ব যাতে দীর্ঘস্থায়ী না হয় সেজন্য তাদের উদ্যোক্তায় পরিণত করা, সাময়িক বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা-এসব কিছু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কাজ করছে।’-যোগ করেন মন্ত্রী।

 প্রজাতন্ত্রের কাজের গতি মাঠ পর্যায়ে স্তিমিত রাখার সুযোগ নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়, একই সাথে রাষ্ট্রের অর্থ সাশ্রয় করা যায়, কীভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মকান্ড গতিশীল করা যায় সে লক্ষ্যে সবাই মিলে কাজ করতে হবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘আমরা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদকে সমৃদ্ধ করতে চাই। মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের উৎপাদন বাড়াতে চাই। এটি দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাবে। আবার এর উৎপাদনকারী নিজের বেকারত্ব দূর করে স্বাবলম্বী হবে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের উৎপাদন, পরিহন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় প্রায় এক কোটি মানুষ সম্পৃক্ত রয়েছে।’

 সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম বিভাগীয় কমিশনারদের অবহিত করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ মাঠ পর্যায়ে চলমান নিজ নিজ দপ্তরের কার্যক্রম ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যাবলী সভায় তুলে ধরেন।

 মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক, শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি ও মোঃ তৌফিকুল আরিফ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ খলিলুর রহমান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ কামরুল হাসান, খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ ইসমাইল হোসেন, রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ভূঞা, বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ খলিলুর রহমান, ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস এবং রাজশাহীর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোঃ জিয়াউল হক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৪

**রাঙ্গুনিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা লোকমানুল হকের ইন্তেকালে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মরিয়মনগর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লোকমানুল হকের ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ চট্টগ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত তথ্যমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 রাঙ্গুনিয়ার সন্তান তথ্যমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় বলেন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আজীবন ধারণকারী লোকমানুল হক এলাকাবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৩

**মৎস্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে হবে**

 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের মৎস্য খাত যাতে বিপন্ন অবস্থায় না পড়ে সেজন্য যৌক্তিক, বাস্তবতাপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ রাজধানীর একটি হোটেলে মৎস্য অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘কমিউনিটি বেজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিসারিজ এন্ড অ্যাকোয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান।

 এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নানা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। প্রচলিত ও অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ করে খাবারের সমৃদ্ধিসহ বিদেশে রফতানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার জন্য গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ আহরণ প্রকল্পসহ একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতির প্রতিকূলতা যাতে আমাদের ধ্বংস করে দিতে না পারে সেজন্য প্রস্তুতি থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আমরা ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি।’

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এ খাতের সম্প্রসারণ ও গুণগত মানে বিকাশ শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারাবিশ্বের জন্য প্রয়োজন। কারণ বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজ। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গোটা বিশ্বকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে। সে জায়গা থেকে সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজনেই মৎস্য খাতকে এগিয়ে নিতে হবে।’

 তিনি আরো বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কোন দায় না থাকলেও বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য ছোট ছোট রাষ্ট্র এর কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। সে জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ভার্চুয়াল লিডার সামিটে বিশ্বকে সমন্বিত ও সমভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য একটি তহবিল রাখার কথা বলেছেন। বিশ্বপরিমন্ডলে একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত পদক্ষেপের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তিনি বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, সাহস ও বিচক্ষণতা দেখিয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুপারিশ দিয়েছেন।

 এ সময় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে বাংলাদেশের মৎস্য খাতের সম্প্রসারণ করার জন্য কারিগরি সহযোগিতাসহ অন্যান্য বিষয়ে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান মন্ত্রী।

 মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ এবং এফএও-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন। মন্ত্রণালয়ের ঊধ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ, মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১২

**মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরিতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে -- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দক্ষ ও সুনাগরিক তৈরিতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম অপরিসীম ভূমিকা রাখছে।

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ হতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’র উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন-২০২১ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

 ফরিদুল হক খান বলেন, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প সারাদেশের ৬ হাজার ৪ শত ৫০টি মন্দির অবকাঠামো ব্যবহার করে ৫ হাজার ৮০০টি প্রাক-প্রাথমিক, ৪০০টি গীতা শিক্ষা ও ২৫০টি বয়স্ক স্তরের শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে এবং প্রতিবছর ১ লাখ ৯২ হাজার ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসমৃদ্ধ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে, যা হিন্দু জনগোষ্ঠীর আশাব্যঞ্জক সাড়া জাগিয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও সম্প্রীতির উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বাস্তবরূপ দিতে তাঁর ১৯৯৬-২০০১ শাসনামলে এ প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ দেশের উন্নয়ন যেমন আজকের বিশ্বের বিস্ময়- রোলমডেল, ঠিক তেমনি এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

 মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম -৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) রঞ্জিত কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নারায়ন চন্দ্র চন্দ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম পিএইচডি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর ভাইস-চেয়ারম্যান সুব্রত পাল, ট্রাস্টি ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, শ্যামল সরকার, রেখা রাণী গুণ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ আব্দুল আওয়াল হাওলাদার ও ডা. দিলীপ কুমার ঘোষ প্রমুখ।

 #

আনোয়ার/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১১

**শ্রম মন্ত্রণালয়ের তহবিল হতে সাত হাজার গার্মেন্টস শ্রমিককে**

**৯৩ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিল হতে সাত হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক, শ্রমিকদের স্বজন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিক এবং শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষা সহায়তা হিসেবে প্রায় ৯৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

 আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলের ১৪তম বোর্ড সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

 সভায় জানানো হয়, শ্রম আইনের আলোকে ২০১৬ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলে এ পর্যন্ত ২৮২ কোটি ৪২ লাখ টাকা জমা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টসের মোট রপ্তানি মূল্যের দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি এ তহবিলে জমা হয়।

 এ তহবিল থেকে মৃত্যুজনিত কারণে ৪ হাজার ১৮৮ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৮৩ কোটি ৪০ লাখ, চিকিৎসা বাবদ ২ হাজার ৭৬ জন শ্রমিককে ৬ কোটি ১৩ লাখ এবং শিক্ষা সহায়তা হিসেবে শ্রমিকের ৭৩৬ জন সন্তানকে ১ কোটি ৪৭ লাখ ২০ হাজার টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছে।

 সভাপতির বক্তৃতায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, সহায়তা প্রত্যাশী শ্রমিক এবং তাদের স্বজনগণ আবেদন করলে দ্রুতই যেন সহায়তার টাকাটা পান সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। কোনো প্রকার অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। কেন্দ্রীয় তহবিলের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে কয়েকটি উপকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত দেন।

 সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় তহবিলের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
ড. সেলিনা বকতার, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গৌতম কুমার চক্রবর্তী, বিজিএমইএ এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল মান্নান কচি, বিকেএমইএ এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি নুর কুতুব আলম মান্নান এবং শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম রনিসহ বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় তহবিল এর বোর্ড সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

 পরে শ্রম প্রতিমন্ত্রী করোনাকালীন গঠিত ২৩টি বিশেষ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রমের ওপর প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

আকতারুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১০

**বিদেশে কর্মসংস্থান প্রত্যাশীদের দালালদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, যারা বিদেশে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছেন তাদেরকে দালালদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দালালরা যেন চাকরিপ্রত্যাশীদের সাথে কোনো ধরনের প্রতারণা না করতে পারে সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

 আজ মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মেহেরপুর কর্তৃক আয়োজিত ‘নিরাপদ অভিবাসন এবং দক্ষতা উন্নয়ন’ শীর্ষক সেমিনারে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দালালদের চক্রান্তে পড়ে অনেকেই ভুল পথে পা বাড়ান। তাদের বিদেশে চাকরির স্বপ্ন অনেক সময়ে মাঝপথেই থেমে যায়। ভুল পথে পা দিয়ে তারা শুধু নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হন না বরং তার পরিবারও সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। এজন্য বিদেশে যাওয়ার আগেই সব কিছুর বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের দেশের মানুষ বিদেশে গিয়ে সম্মানজনকভাবে কাজ করবে এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। একজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী একজন অদক্ষ কর্মীর চেয়ে বিদেশে অনেক বেশি উপার্জন করে। তাই বিদেশে যাওয়ার আগে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

 তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে একটি বিশাল তরুণ সমাজ রয়েছে। তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে তারা দেশ ও বিদেশে সম্মানজনকভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এজন্য তরুণদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

 মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে সেমিনারে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম এনডিসি, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোঃ আরিফ হোসেন।

#

শিবলী/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৯

**পটুয়াখালী নদী বন্দর ও বগা লঞ্চঘাট পরিদর্শন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর**

পটুয়াখালী, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ পটুয়াখালী নদীবন্দর ও গলাচিপা উপজেলার বগা লঞ্চঘাট পরিদর্শন করেন।

 এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত ২ হাজার ৫শ’ কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হয়েছে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করতে আমরা সক্ষম হব। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের নৌপথে যাতায়াত সহজ রাখতে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং অব‍্যাহত থাকবে। নদীর তীর ভাঙনরোধ এবং নদীর প্রবাহ ঠিক রাখতে নৌপথ ড্রেজিংয়ের কাজ অব‍্যাহত থাকবে।

 উল্লেখ‍্য, পটুয়াখালী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণে ৩৪টি লঞ্চঘাট রয়েছে। প্রতিদিন এ নদীবন্দরের টার্মিনাল থেকে তিনটি ডাবল ডেকার ও তিনটি একতলা লঞ্চ চলাচল করে থাকে। টার্মিনালে বর্তমানে একটি দ্বিতল ভবন এবং একটি পার্কিং ইয়ার্ড রয়েছে। এছাড়াও যাত্রী সাধারণের উঠানামার জন‍্য চারটি পন্টুন ও তিনটি গ‍্যাংওয়ে রয়েছে।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী বগা লঞ্চঘাট পরিদর্শন করেন। ঘাটটি ১৯৭৫ সালে চালু হয়। ঘাটটি পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার বগা ইউনিয়নের লৌহালিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। যাত্রী সাধারণের বিশ্রামের জন্য এখানে একটি যাত্রী ছাউনি এবং যাত্রী সাধারণের লঞ্চে উঠানামার জন্য দু’টি পন্টুন ও দু’টি গ্যাংওয়ে রয়েছে। প্রতিদিন এ ঘাট দিয়ে তিনটি ডাবল ডেকার ও দু’টি একতলা লঞ্চ চলাচল করে।

 সংসদ সদস‍্য এস এম শাহাজাদা, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম‍্যান কমডোর গোলাম সাদেক, সদস‍্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং) মোঃ আব্দুল মতিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৮

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ হাজার ৮৭১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৮৪০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৪১ হাজার ৮৭ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৩জন-সহ এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৩৬৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৭৬ হাজার ৪৬৬ জন।

#

দলিল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৭

**জনজীবন অতিষ্ঠ এবং শহরকে বিপর্যস্ত করার অধিকার কারো নেই**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, অপরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করে নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত করে জনজীবন অতিষ্ঠ এবং শহরকে বিপর্যস্ত করার অধিকার কারো নেই এবং এটা করতে দেয়া হবে না।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় প্রশস্তকৃত সড়ক পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, রাজধানীসহ দেশের বড় বড় নগরে অবৈধভাবে জায়গা দখল করে অবকাঠামো নির্মাণের ফলে অপরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে উঠছে। এটা চলতে দেয়া যাবে না। পর্যাপ্ত রাস্তা, খোলা জায়গা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিজস্ব সেপ্টিক ট্যাংকসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা নিশ্চিত না করে আর কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করতে দেয়া হবে না।

 রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কাউন্সিলর, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম, নারী-পুরুষ এবং ভলান্টিয়ার অর্থাৎ সব শ্রেণির মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে এসব কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে কোনো কাজে সফলতা পাওয়া সম্ভব না। জনগণকে সম্পৃক্ত করায় প্রত্যাশিত ফল আসছে।

 এ প্রসঙ্গে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগের জন্য, মানুষের চলাফেরার জন্য যদি পর্যাপ্ত রাস্তা না থাকে তাহলে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। এজন্য এ বিষয়ে রাজধানীবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। মানুষের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য মসজিদ-মাদ্রাসা, কবরস্থান এবং ধর্মীয় অবকাঠামো অন্যত্র সরিয়ে নেয়া যাবে না-এই ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

 তিনি বলেন, রাজধানীতে সুউচ্চ ভবন নির্মাণ হবে কোনো সমস্যা নেই। আমি এর বিপক্ষে নই। কিন্তু আগে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। খেলার মাঠ, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা ও লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করতে না পারলে সুউচ্চ ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হবে না।

 খালগুলো দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করে দুই পাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সবুজায়ন করে সুন্দর নগরী গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাতিরঝিলের চেয়েও আরো সুন্দর করে খালগুলোকে নির্মাণ করা হবে। পরিবেশের ক্ষতি করে উন্নয়নের সুফল পাওয়া যাবে না বরং কুফল বয়ে আসবে। সুন্দর জীবন-জীবিকার জন্য পারিপার্শ্বিক সবকিছু আমলে নিয়ে উন্নয়ন করতে হবে।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, ঢাকা ওয়াসা থেকে খাল এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার দায়িত্ব দুই সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করার ফলে রাজধানীতে জলাবদ্ধতা নিরসনে যে কাজ হয়েছে তা ম্যাজিকের মতো। যার সুফল নগরবাসী পেতে শুরু করেছে। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে দুই সিটি কর্পোরেশন যে কাজ করেছে এর চেয়ে বেশি কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

 ভলেন্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে জানিয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। আর সবাই মিলে কাজ করলে যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করা সহজ।

 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

 #

হায়দার/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৬

**ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ রেট্রোফিটিংসে'র মাধ্যমে ভূমিকম্প সহনীয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

সিলেট, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ রেট্রোফিটিংস (Retroffitings) -এর মাধ্যমে ভূমিকম্প সহনীয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ইতিমধ্যে দেশের ছয়টি সিটি করপোরেশন ও তিনটি জেলার ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ভূমিকম্পসহ যেকোনো দুর্যোগ থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্ল্যানও তৈরি করা হয়েছে। ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর অধ্যাপক ড. তাহামিদ এম আল হোসাইন, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জহির বিন আলম, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর শারমিম রেজা চৌধুরী, গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমেদ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) জেনারেল সাজ্জাদ হোসাইন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক এবং সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট মোঃ লুৎফুর রহমান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার পূর্বাভাস দেওয়ার উপায় এখনো বের করা যায়নি। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে মানুষ বাড়ার পাশাপাশি আবাসিক-অনাবাসিক স্থাপনা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু এসব স্থাপনা কতটা মানসম্পন্ন, বড় ধরনের ভূমিকম্পে সেগুলো টিকে থাকবে কিনা এই আশঙ্কা প্রবল। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রয়োজনীয় খোলা জায়গাও নেই আমাদের বড় শহরগুলোতে। অভিযোগ রয়েছে দেশে ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানা হয় না। ফলে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পও বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। তাই ভূমিকম্পের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সব ধরনের অবকাঠামো দুর্যোগ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে‌।

 ডাঃ এনামুর রহমান বলেন, বড় ধরনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে তা বলা মুশকিল, তবে প্রস্তুতি থাকলে মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে। এ জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

 সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, বর্তমানে দেশে ভূমিকম্পন পরিমাপের জন্য ১০টি স্টেশন রয়েছে। জাপান থেকে ভূমিকম্প ও সুনামি বিষয়ে টোকিও'র GRIPS ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে ২ বছরের কোর্স সমাপ্ত করে ৪ জন বিজ্ঞানীর মধ্যে ১ জন সিলেট স্টেশনে কর্মরত আছেন। ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেস্কিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

#

সেলিম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৫

**বঙ্গবন্ধুর রচিত বই জাতির জন্য ঐতিহাসিক দলিল**

 **-- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রচিত বইসমূহ জাতির জন্য ঐতিহাসিক দলিল। এই বইগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থসমূহ : ইতিহাসের তথ্যসূত্র’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

 তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাসের চেতনায় উদ্দীপ্ত করে গড়ে তুলতে জাতির পিতার রচিত বইসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীগণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শনকে ধারণ করবে এবং তাদের মাঝে উন্নত মূল্যবোধ তৈরি হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশের মাধ্যমে একটি গৌরবময় ইতিহাসের অংশকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে জাতির অশেষ উপকার করেছেন। বঙ্গবন্ধু রচিত প্রত্যেকটি বই সুখপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ। সময়কে খুঁজে পাওয়া যায় এই বইগুলোতে। এখানে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তামগ্নতা ও মননশীল লেখকসত্তা গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে, অন্যদিকে তিনি তুলে ধরেছেন সেই সময়ের ঘটনা ও তথ্য, সামাজিক অবস্থার গভীর মূল্যায়ন, রাজনৈতিক দর্শন, তৎকালীন বিশ্ব বাস্তবতা, যার সবই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

 বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

#

তানভীর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৪

**দ্রুত গতিতে চাহিদা মোতাবেক গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি করুন**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ দ্রুত গতিতে চাহিদা মোতাবেক গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, সেবা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ানো আবশ্যক। ডেসকো এলাকায় স্ক্যাডা, ভূগর্ভস্থ তার, ভূগর্ভস্থ উপকেন্দ্র ও আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে ডেসকো এলাকায় ২৪টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন স্থাপন এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে ফাইন্যান্সিয়াল ও ইকোনমিক্যাল যে ক্ষতি হবে তার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হবে।

 উল্লেখ্য, ২৪টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন ডিজাইন, সরবরাহ, ইন্সটলেশন ও কমিশনিং করার উদ্দেশ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সালে ১৮ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য এডিবি’র অর্থায়নে ডেসকোর সাথে সিমেন্স লিমিটেড ইন্ডিয়া, সিমেন্স বাংলাদেশ কনসোটিয়ামের সাথে কৃতচুক্তি কার্যকর হয়। প্রতিমন্ত্রী এ কাজে বিলম্ব হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, থার্ড পার্টি দিয়ে এ কাজগুলোর গুণগতমান সম্পর্কে পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন। ২৪টি সাবস্টেশন কার্যকর হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১ হাজার ৭৩৬ এমভিএ সক্ষমতা বাড়বে, ৪ লাখ ৫০ হাজার নতুন গ্রাহকের সুবিধা বাড়াবে, সিস্টেমলস কমবে, লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধান হবে, উত্তরা তৃতীয় ফেজ ও পূর্বাচলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম শক্তিশালী হবে এবং মানসম্পন্ন বিদ্যুতায়নে গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়বে।

 ডেসকো পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শেখ ফয়েজুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ কাউসার আমীর আলী সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৩

**বিশ্বমানের শিক্ষাদানের সাথে উন্নত মানুষ তৈরি করবে বিশ্ববিদ্যালয়**

**বাংলাদেশে স্বাধীনভাবেই কাজ করছে গণমাধ্যম**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বাংলাদেশের গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে, সেটি অনেক দেশেই করে না। এমনকি বাংলাদেশে যেমন স্বাধীনভাবে গণমাধ্যমের মাধ্যমে মানুষ মতপ্রকাশ করতে পারে, সংবাদ পরিবেশিত হয়, অনেক উন্নত দেশেও সেক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। আমরা অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে আছি।’

 আজ রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির ডিজিটাল মিডিয়া ল্যাব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ কাশেম।

 ড. হাছান বলেন, ‘আমরা চাই এই গণমাধ্যমের অবাধ বিকাশ, কারণ গণমাধ্যমের অবাধ বিকাশ ছাড়া রাষ্ট্রের বিকাশ সম্ভবপর নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আমাদের দেশে গণমাধ্যমের অবাধ বিকাশ ঘটেছে। গত ১২ বছরের খতিয়ান যদি আমি দেই তাহলে দেখা যায়, আমাদের দেশে বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই। ১২ বছর আগে টেলিভিশন ছিল ১০টি এখন বেসরকারি টেলিভিশন ৩৫টি চালু এবং আরো ১০টি সম্প্রচারের অপেক্ষায়। আমাদের বেসরকারি রেডিও চ্যানেল ২২টি এবং হাজার হাজার অনলাইন পত্রিকা চালু রয়েছে। অনেকগুলো আইপি রেডিও এবং টেলিভিশন চালু রয়েছে। একইসাথে পত্রিকার সংখ্যা সাড়ে ১২ বছর আগে ছিল সাড়ে ৪শ’ এখন সেটি সাড়ে ১২শ’ অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।’

 এই ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে ড. হাছান বলেন, ‘আমরা দেখেছি বহু অনলাইন বা আইপি টিভি খুলে অনেকে সেটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালনা করছে এবং সেখানে নানা ধরনের বিষয় প্রচার করা হয় যেগুলো আমাদের সমাজ, সংস্কৃতির সাথে যায় না, যেগুলো তরুণ সমাজকে বিপথে পরিচালিত করে। আমরা এই সমস্ত আইপি টিভির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। তবে বিশ্ববদ্যালয়ের মতো যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আইপি টিভি চালু করবে, আমরা সেটিকে সাধুবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই। এটি শিক্ষার প্রসার ও ছাত্রছাত্রীদের মেধাবিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে এবং একইসাথে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীসহ সবাইকে সংযুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।’

 বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব টিভি ও রেডিও ছাত্রদের মেধাবিকাশের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি যদি আমার নিজের জীবনের পেছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, আমার স্কুলের শিক্ষা, কলেজের শিক্ষা আমাকে শুধু ডিগ্রি দিয়েছে তা নয়, ডিগ্রির পাশাপাশি আমার অন্য সুপ্ত বিষয়গুলো যদি বিকশিত করার সুযোগ করে না দিতো, তাহলে আমি আজকের এই জায়গায় কখনো আসতে পারতাম না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু বিশ্বমানের শিক্ষাই দেবে না, এমন উন্নত মানুষ তৈরি করবে, যারা পৃথিবীকে পথ দেখাবে।’

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ছাত্রদেরকে শুধু জ্ঞান দিলেই হয় না, একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে একজন ছাত্রকে গড়ে তুলতে হলে তার মেধার সাথে মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধের সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। কারণ আজকের পৃথিবীতে মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে, অপরের জন্য ভাবে না। মানুষ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে, পশ্চিমা দেশের মতো তারা নিজের বাবা-মার জন্যও ভাবে না। আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক বন্ধন পশ্চিমা দেশের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এবং অনেক গভীরে প্রোথিত। আধুনিকতার ছোঁয়া অবশ্যই দরকার, আধুনিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক হতে গিয়ে আমরা যেন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করি। আমাদের পারিবারিক-সামাজিক মূল্যবোধগুলো যেন হারিয়ে না যায়, আমরা যেন ক্রমাগত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে না যাই।

 ‘মেধাবিকাশের জন্য ডিগ্রি দেয়ার পাশাপাশি মেধার নানামুখী বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে ডিগ্রির বিবেচনায় তাদের কোনো ডিগ্রিই নেই, যারা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করতে পারেনি কিন্তু পৃথিবীটাকে বদলে দিয়েছে’ উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্রনাথ স্কুল থেকে পালিয়েছিলেন, কাজী নজরুল তো পড়তেই পারলেন না, মেট্রিক পাস করতে পারেনি, লালন তো স্কুল কি সেটা জানতেই পারেনি। আবার ভারতের সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন বিধায় স্কুলে ক্লাসে ঢুকতে দিতো না, বারান্দায় বসে তিনি পাঠদান অনুসরণ করতেন, মাইলের পর মাইল হেঁটে স্কুলে যেতেন, কোনো গাড়ি তাকে নিতো না, অথচ তিনি পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ সংবিধান ভারতের সংবিধানপ্রণেতা। তৈমুর লং খোড়া ছিলেন, নেপোলিয়ান বেঁটে ছিলেন, বিলগেটস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেল করে বের হয়ে গিয়েছেন, তিনি কম্পিউটার সাইন্সেরই ছাত্র ছিলেন। কম্পিউটার সাইন্সে পাস করতে না পারার কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপআউট ছিলেন। এদের নিয়ে পৃথিবী গবেষণা করে, তাদের ওপর পিএইচডি ডিগ্রিও হয়। তাই জীবনে উন্নতি লাভ করতে কোনো কিছুই বাধা নয়। শুধু স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি, স্বপ্ন পূরণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাহলেই স্বপ্ন পূরণ হয়।

 অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির ওয়েবসাইট থেকে পরিচালিত এনএসইউ রেডিও এবং এনএসইউ টিভি’র অনুষ্ঠান দেখানো হয় এবং তথ্যমন্ত্রী একটি সংক্ষিপ্ত ‘টক শো’তে অংশ নেন।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০২

**‍‍ টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে**

 **- স্বপন ভট্টাচার্য্য**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 দেশে টেকসই এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

 আজ সচিবালয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলনকক্ষে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর তত্ত্বাবধানে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৩০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণকর্মসূচীর উদ্বোধন করে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণ প্রজন্মকে পাস করে চাকরির পিছনে না ছুটে, ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করে উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদেরকে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করতে হবে। উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি সেবা ও পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন সম্ভব তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করা যাবে। যার মাধ্যমে প্রকৃত মানব উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর মানবিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে কোভিডে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীন অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এ ঋণ সহায়তা প্রদান করেছেন। এ ঋণের অর্থ যেন গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মাঝে সুষম বন্টন ও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থরাই পান সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।

 পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ মউদুদউর সফদার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো: রেজাউল আহসান। অনুষ্ঠানে ফলভোগী তিনটি উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

 উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিডিবিএফ মোট ৩০০ কোটি টাকা ঋণ তহবিল বরাদ্দ পেয়েছে। চার শতাংশ সরল সুদে ২ বছর মেয়াদে উদ্যোক্তাদের মধ্যে এই ঋণ বিতরণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সংযুক্ত থেকে তিনটি উপজেলা যশোরের মনিরামপুর, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এবং রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার সুফলভোগীদের মধ্যে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সদস্য অন্তর্ভুক্ত সনদ প্রদান করা হয়।

#

আহসান/পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২১/১৬৪০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০১**

**বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মেধাসম্পদ ছিলেন বঙ্গবন্ধু**

 **-শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাড় (১৭ জুন)

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু একই সূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মেধাসম্পদ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের ডিজাইন করেছেন, দিয়েছেন পেটেন্ট। বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বড় ডিজাইনার আর কেউ নাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’র স্বপ্ন, ডিজাইন ও নির্দেশনা দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তাঁরই কারণে বাংলাদেশ নামক একটি মানচিত্রের জন্ম নিলো।

            শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) উদ্যোগে আয়োজিত ‘জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মেধাসম্পদ’ শীর্ষক সেমিনার এবং বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০২১ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে আজ এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ডিপিডিটি’র ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো: ওবায়দুর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব সৃজনশীলতার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হলে দেশের সফল গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ এবং এর যথাযথ ব্যবহারে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য মেধাসম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। মেধাসম্পদকে সংরক্ষণ ও কাজে লাগাতে হলে এর গুরুত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, গবেষণা বাড়াতে হবে, ট্রেনিং বাড়াতে হবে এবং সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পরে মন্ত্রী পেটেন্ট,-ডিজাইন, ট্রেডমার্কস্ এবং ভৌগোরিক নির্দেশক পণ্যের (জিআই) সনদ প্রদান করেন। ‘পেটেন্ট’ এ বিজয় ডিজিটালের মোস্তফা জাব্বার ও হিসাব লিমিটেডকে এবং ‘ডিজাইন’ এ বিডি ফুড লি:, জিহান প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ, আমান প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজকে এবং ‘ট্রেডমার্কস’ এ মোহনা টেলিভিশন লি:, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লি:, গোল্ডেন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল বিডি, প্রাণ আরএফএল গ্রুপ লি: এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড-কে সনদ প্রদান করেন।

এছাড়া, ভৌগোরিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে ঢাকাই মসলিন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: শাহ আলম, রংপুরের শতরঞ্জি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশশের (বিসিক) চেয়ারম্যান মো: মোশতাক হাসান (এনডিসি), রাজশাহী সিল্ক বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের  মহাপরিচালক মু. আবদুল হাকিম, বিজয়পুরের সাদা মাটি নেত্রকোণার জেলা প্রশাসক কাজি মো: আবদুর রহমান, দিনাজপুরের কাটারীভোগ ও বাংলাদেশ কালিজিরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউশনের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর-কে সনদ প্রদান করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/১৫১৯ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭৯৯**

**ভূমির অবক্ষয় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার**

 **-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আষাড় (১৭ জুন)

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো: শাহাব উদ্দিন বলেছেন, উর্বর ভূমি সংরক্ষণের পাশাপাশি সবুজ অর্থনীতি ও টেকসই ভবিষ্যত গড়তে ২০৩০ সালের মধ্যে ভূমির অবক্ষয় শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সরকার। UN Convention to Combat Desertification এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

 আজ “Turning Degraded Land into Healthy Land (অবক্ষয়িত ভূমিকে স্বাস্থ্যকর ভূমিতে রূপান্তর)” প্রতিপাদ্য ধারণ করে “বিশ্ব মরুকরণ ও খরা দিবস ২০২১” উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে আয়োজিত সেমিনারে বাসভবন হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধে পানির অপ্রাপ্যতা, বন উজাড়, ভূমিক্ষয় এবং পরিবেশের ওপর মানুষের অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে নিরলসভাবে কাজ করছে । মন্ত্রী এসময় ভূমির অবক্ষয় রোধে ইট ভাটায় সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ২০২৫ সালের পরে সরকারী কাজে মাটির তৈরী ইট ব্যবহার করা যাবে না। মন্ত্রী বলেন, সরকার গত বছর সাড়ে আট কোটি গাছ রোপণ করেছে এবং এবছরও আট কোটি গাছ রোপণ করবে। যেকোনো প্রয়োজনে ১ টি গাছ কাটা হলে ৫ টি গাছ লাগানোর নীতি বাস্তবায়ন করা হবে। এসকল উদ্যোগ ভূমির ক্ষয়রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি ভূমি অবক্ষয়-নিরপেক্ষ বিশ্ব অর্জন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় অংশীদার। মরুকরণ ও মৃত্তিকা অবক্ষয় রোধ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বাড়বে; ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধির পথ প্রসারিত হবে। এ কার্যক্রম জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিকেও প্রশমিত করতে সহায়ক। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে খরা প্রতিরোধে বনায়ন ও পুনঃবনায়নের ওপর জোর দেন এবং খরা এলাকায় পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন করে সেচের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার ব্যপারে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বাংলাদেশে নদীর উজানের পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

 পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আশরাফ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-মন্ত্রী হাবিবুন নাহার ও মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান, এনডিসি। সেমিনারে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব প্রফেসর ড. জহুরুল করিম, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ এর ডিন এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. অলোক কুমার পাল প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বেসরকারী সংস্থার বিশেষজ্ঞ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/১৫১৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০০

**‍‍ নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ৪ থেকে ১২ জুলাই**

ঢাকা, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

 নবনিয়োগপ্রাপ্ত দুই হাজার ১২১ জন সহকারী শিক্ষকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা আগামী ৪ থেকে ১২ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

 স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চালান মারফত পঞ্চাশ টাকা ১-২৭১১-০০০০-২৬৮১ কোড নম্বরে ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে।

#

ফরিদ/পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২১/১৫৫৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭৯৭**

**অতিরিক্ত সচিব আলতাফ হোসেন চৌধুরী'র মৃত্যুতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ আষাড় (১৭ জুন)

 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী এর মৃত্যুতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মোঃ ফরিদুল হক খান গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 এক শোক বার্তায় তিনি  মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোক বার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন,  মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী একজন সৎ,  যোগ্য,  দক্ষ  এবং  চৌকস কর্মকর্তা হিসেবে  চাকুরী জীবনের  বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা ও আইন) হিসেবে অত্যন্ত  সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

 এদিকে, মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরীর মৃত্যুতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নুরুল ইসলাম ও গভীর শোক প্রকাশ করেন।

 উল্লেখ্য, আজ বা'দ ফজর ঢাকার তেজকুনি পাড়ার বাসায়  মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

#

আনোয়ার/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭৯৮

**রোহিঙ্গাদের** **ফেরত পাঠাতে স্পষ্ট রোডম্যাপের প্রয়োজন**

 **-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক, ১৭ জুন :

 ‘মানবিক বিবেচনায় আমরা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি; তবে এই সঙ্কটটির সমাধান নিহিত রয়েছে মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের ওপর, যা গত চার বছরে সম্ভব হয়নি। আমরা চাই প্রত্যাবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘ স্পষ্ট একটি রোডম্যাপ তৈরি করুক’- আজ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত ক্রিস্টিন এস. বার্গনার-এর সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠককালে একথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন।

 কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের দীর্ঘসময় ধরে অবস্থানের নেতিবাচক দিক বিশেষ করে ঐ এলাকায় বসবাসরত মূল জনগোষ্ঠীর ওপর এর বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অতিসত্ত্বর যদি প্রত্যাবাসন শুরু না হয় তাহলে এটি কেবল এই এলাকারই সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে না, বরং তা এতদাঞ্চল ও এর বাইরেও অস্থিরতা তৈরি করবে। বিশেষ দূতকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাসানচর প্রকল্পের কথা অবহিত করে বলেন, এখানে রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। জাতিসংঘ যাতে ভাসানচরে মানবিক সহায়তা প্রদান করে সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে বিশেষ দূতকে ভাসানচর পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন।

 বিশেষ দূত জানান, মিয়ানমারে যাতে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে অচিরেই যাতে প্রত্যাবাসন কাজ শুরু করা যায় সেজন্য জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রসহ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সকল অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ ও আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। এসময় ভাসানচর পরিদর্শন করতে বিশেষ দূত তাঁর আগ্রহের কথা জানান।

 পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের পিস অপারেশন বিভাগের প্রধান আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যঁ পিয়েরে ল্যাক্রুয়া-এর সাথে ভার্চুয়াল এক বৈঠকে মিলিত হন। এসময় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থন ও অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত করেন তিনি। শান্তিরক্ষীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের পিস অপারেশন বিভাগকে ধন্যবাদ জানান তিনি। নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার উদাহরণ টেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তিরক্ষী বিশেষ করে নারী শান্তিরক্ষীগণের ত্যাগের কথা স্মরণ করেন এবং আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ল্যাক্রুয়াকে অনুরোধ জানান যেন পিস অপারেশন বিভাগ নারী শান্তিরক্ষীগণকে আরো উৎসাহিত করতে বিশেষ ডকুমেন্টারিসহ অন্যান্য প্রচার সামগ্রী প্রস্তুত করে। এছাড়া জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের পিস কিপিংসংশ্লিষ্ট উচ্চ পদসমূহে আরো বেশি বাংলাদেশি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য জেনারেল ল্যাক্রুয়াকে অনুরোধ করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

 সূদীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সাফল্যমন্ডিত অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন ল্যাক্রুয়া। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতারও প্রশংসা করেন ল্যাক্রুয়া।

 উভয় বৈঠকে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা উপস্থিত ছিলেন।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/ ১১০০ ঘণ্টা